

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-৪৫২৪
আগরতলা, ০৮ মার্চ, ২০১৯

এক বছরের সাফল্য

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ৬৪টি

সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল অন্তর্ভুক্ত : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন শাখা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর, পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান শাখা এবং তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের গত এক বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি দপ্তরের প্রকল্প অনুযায়ী গত ৯ মার্চ, ২০১৮ থেকে ৮ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত দপ্তর সমূহের পরিসংখ্যান ভিত্তিক সাফল্যের তথ্য তুলে ধরা হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে মন্ত্রী শ্রীবর্মন বলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজ্যে ৭১টি হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার স্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের ৬৪টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবর্মন বলেন, আন্তরিতার সাথে দপ্তরের প্রতিটি কর্মী কাজ করছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরাকে আরও উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়া। তিনি জানান, জননী সুরক্ষা কার্যক্রমে ২৯ হাজার ৩৩৭ জন গর্ভবতী মহিলা এবং ৪ হাজার ৮৮২ জন শিশু সুবিধা পেয়েছে। ২০১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৭ হাজার ৭০৭ জন শিশুকে টিকাকরণ করা হয়েছে। টিকাকরণ কার্যক্রমে বাদ পড়া শিশুদের (২ বছরের কম বয়স) সম্পূর্ণ টিকাকরণ করতে মিশন ইন্ড্রধনুষ প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং গ্রাম স্বরাজ যোজনার মাধ্যমে এই প্রকল্পে দ্বিতীয় রাউন্ডে ১০০ শতাংশ শিশুকে টিকাকরণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে জন্মগত হৃদরোগের ২১৪ জনকে চিকিৎসা করা হয়েছে। এছাড়া এই কর্মসূচিতে ১১৪ জন ঠোঁট কাটা রোগী ও ৭১ জন বাঁকা পা রয়েছে এমন রোগীদের চিকিৎসার মাধ্যমে তা স্বাভাবিক অবস্থায় আনা হয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন স্বাস্থ্য দপ্তরের ৪৯০ জন স্বাস্থ্য কর্মীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, মোট ২২১৬ জন টি বি রোগীকে চিহ্নিত করে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে এই পরিষেবা হয়েছে। এছাড়াও তিনি জানান, এপ্রিল ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বর্হিবিভাগে ৩৫৬৬৯২৮ জন এবং অন্তর্বিভাগে ৩৪৫৫১৭ জনকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। এপ্রিল ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত জন্ম পঞ্জিকরণ সংখ্যা ৬৬৭২৫ এবং মৃত পঞ্জিকরণ সংখ্যা ২৭৭২০। ত্রিপুরা হেলথ স্কিম ফর পুওর এ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮৭০ জন রোগী উপকৃত হয়েছে। খরচ হয়েছে

****২য় পাতায়

(২)

৪ কোটি ১৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৩৭ টাকা। ১১৬ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। ২ জন নিউরোসার্জন, ১ জন কন্সাল্টেন্ট, ১ জন সিনিয়র কনসাল্টেন্ট, ১ জন অ্যানেস্থিটিওলজিস্ট, ৪ জন আর এম ও, ৩ জন আই সি ও মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের জন্য ফেব্রুয়ারিতে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে রোগ নির্ণয় পরিষেবা আই জি এম হাসপাতাল, ৬টি জেলা হাসপাতাল ও ১২টি মহকুমা হাসপাতালে চালু করা হয়েছে। জিবি হাসপাতালে ইউরোলজী ও প্লাস্টিক সার্জারী ইউনিট চালু করা হয়েছে। এই হাসপাতালে ই-হাসপাতাল পরিষেবা চালু করা হয়েছে। রক্তের মজুত সংক্রান্ত তথ্য মানুষ যাতে পেতে পারে এজন্য ই-রক্তকোষ, মোবাইল ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন ই-ব্লাডব্যাংক চালু করা হয়েছে। এইচ আই ভি সনাক্তকরণে প্রতিমাসে গড়ে ১১০০০ ব্যক্তির রক্ত নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এপ্রিল ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১১৩৩০৯ এর বেশী রক্তের নমুনা এইচ আই ভি চিহ্নিত করণের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, ডেনটিস্ট সকল চিকিৎসকদের অবসরের বয়স ৬৫ করা হয়েছে। পানীয় জল স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সাফল্যও মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ তুলে ধরেন। তিনি জানান, অটল জলধারা মিশনে গ্রাম ও শহর এলাকায় বিনামূল্যে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৭৭৭৫টি বাড়িতে পাইপলাইনে জল সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বি পি এল এবং এ পি এল ভুক্ত ১৩৮১৮০টি পরিবারে ব্যক্তিগত বাড়ি বাড়ি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ৬০০৮১ টি পরিত্যক্ত শৌচাগার পুনঃনির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী শ্রী বর্মণ বলেন, রাজ্যের সবগুলি গ্রাম/এডিসি ভিলেজ, ব্লক এবং জেলাকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত (ODF) ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিপুরা উন্মুক্ত স্থানে মলমুক্ত রাজ্যের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রযুক্তি বিদ্যা দপ্তরের সাফল্য সম্পর্কে তুলে ধরে মন্ত্রী শ্রীবর্মণ বলেন, সোয়ান (State Wide Area Network) এর অধীনে রাজ্যের সকল জেলাশাসক কার্যালয়, মহকুমা শাসকের কার্যালয়, ব্লক, সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ৮মার্চ পর্যন্ত ৯১টি সাইট, ২৪৪টি বিভাগীয় অফিস সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও Horizontal State Wide Area Network-এ ১১৩টি অফিস সংযুক্ত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। ত্রিপুরা স্টেট ডাটা সেন্টার ২৪x৭ ভিত্তিতে চালু আছে। প্রায় ৮০টি অ্যাপ্লিকেশন, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ১২০টি ওয়েবসাইট হোস্ট করা হয়েছে। ত্রিপুরায় ৯০০টিরও বেশী ই-পরিষেবা কেন্দ্র (কমন সচিব সেন্টার) বিভিন্ন ডিজিটাল পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া CM Dashboard চালু করা হয়েছে। প্রায় ২১টি প্রকল্পের অগ্রগতি এই ডেসবোর্ডে পাওয়া যাচ্ছে। মোবাইল কভারেজের অধীনে ত্রিপুরায় প্রায় ৩৫লক্ষ ৫০ হাজার মোবাইল সংযোগ সুবিধা রয়েছে। স্বচ্ছ ও দ্রুত টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে ই-টেন্ডারিং চালু করা হয়েছে। এছাড়াও বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স সরকারি অফিসগুলিতে

***৩য় পাতায়

(3)

চালু করা হয়েছে। মন্ত্রী শ্রীবর্মণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিবেশ দপ্তরের গত ১ বছরের সাফল্যও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিদ্যালয়স্তরে জুনিয়র গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়। এতে ৪০০০ এর বেশী ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহন করেন। শিল্প কলকারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ১১৫টি স্থাপন ও ২৭৮টি পরিচালনা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান করেছে। পরিবেশ সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণে ১৪টি স্টেশনের বায়ু, ১০২টি স্টেশনের জল, ১০৪টি স্টেশনের শব্দ দূষণ মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ডুকলী রকের ব্রজেন্দ্রনগর গ্রামে একটি জৈব গ্রাম গড়ে তোলা হয়েছে।
